356266 - ছোট বয়সে মসজিদ থেকে একটি মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) নিয়েছিলি, এখনও সেটি তার কাছে বাসায় আছে; এখন তার করণীয় কি?

প্রশ্ন

আমি ছোট থাকতে এক মসজিদে কুরআন শরিফ মুখস্ত করতাম। আমরা রঙিন ছাপার ইয়াসীন-চৌথা (কুরআনের এক চতুর্থাংশ নিয়ে ছাপানো বই) থেকে মুখস্ত করতাম। যখন আমাদের শাইখ অন্য মসজিদে স্থানান্তর হতে চাইলেন তখন এই মুসহাফগুলো (কুরআনগ্রন্থগুলো) আমাদের মাঝে বিলি করে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন: আমরা যেন মুসহাফগুলোসহ অন্য মসজিদে হাযির হই; যাতে করে সেখানে আমরা আমাদের পড়া সমাপ্ত করতে পারি এবং মুসহাফগুলো প্রথম মসজিদের বদলে সেই মসজিদে থেকে যাবে। কিছুদিন পর দ্বিতীয় মসজিদেও হালাকা (হিফযের মজলিস) বন্ধ হয়ে গেল। সেখানে আর কেউ পড়াচ্ছিল না। আমি সেই মুসহাফটি সাথে করে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। এখন নয় বছরেরও বেশি সময় পরে সেই মুসহাফটি পেয়েছি। আমি জানি না— আমি কি সেটি মসজিদে ফেরত দিব; নাকি আমি সেটি থেকে বাসায় আমার হিফয শেষ করব? উল্লেখ্য, মসজিদে এখন কোন হিফযের হালাকা নেই এবং বর্তমানে মসজিদে এমন কোন কপি নেই যেই কপিটি আমার কাছে আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মসজিদে সংরক্ষিত মুসহাফগুলো এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা জায়েয নয়। তবে যদি সেগুলো সংশ্লিষ্ট মসজিদের কাজে না লাগে— মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার কারণে কিংবা প্রয়োজনের চেয়ে লক্ষ্যনীয় হারে বেড়ে যাওয়ার কারণে; সেক্ষেত্রে অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা যাবে। এ মুসহাফগুলো কেউ বাসায় নিয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন: "যদি কোন ছোট মসজিদের কিছু মুসহাফের প্রয়োজন না থাকে তাহলে অতিরিক্ত মুসহাফগুলো অন্য মসজিদে স্থানান্তর করতে কোন অসুবিধা নাই; যেই মসজিদে এর প্রয়োজন আছে। কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ মুসহাফগুলোর মাধ্যমে মুসল্লিগণ উপকৃত হওয়া। সতর্কতাস্বরূপ এক্ষেত্রে ইমামের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া। কেননা মসজিদের প্রয়োজন সম্পর্কে ইমাম সম্যক অবগত।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২০/১৫)]

আপনার শাইখ মুসহাফগুলো দ্বিতীয় মসজিদে স্থানান্তর করে ভুল করেছেন— যদি না মুসহাফগুলো প্রথম মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত না হয়ে হিফযের হালাকার জন্য ওয়াকফকৃত হয়ে থাকে। হালাকার জন্য ওয়াকফকৃত হয়ে থাকলে হালাকা যেখানে মুসহাফগুলো সেখানে স্থানান্তর করা যাবে। কিংবা যদি না মুসহাফগুলো প্রথম মসজিদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়ে

থাকে।

পক্ষান্তরে মসজদি থকেে মুসহাফটি আপনি বাসায় নয়িে আসা; এটি হারাম। এখন আপনার উপর আবশ্যক হলো মুসহাফটি প্রথম মসজদিে ফরিয়িে দয়ো।

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রে (১৬/১৯) এসছে:

“বাসায় পড়ার জন্য মসজদিে হারাম থকেে মুসহাফ বরে করা জায়যে হবে?

জবাব: মুসহাফ বা কতিাব বশিষে স্থানে উপকৃত হওয়ার জন্য ওয়াক্ফ করা হলে অন্যত্র এগুলো নয়িে যাওয়া জায়যে নইে; সইে স্থান মসজদিে হারাম হোক কংিবা অন্য কোন স্থান হোক। তবে ওয়াক্ফরে স্থান যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সম ধরণরে স্থানে কংিবা তার চয়েে উত্তম উপকৃত হওয়ার স্থানে স্থানান্তর করা যাবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি গুদাইয়্যান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি কুয়ুদ।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলনে: “মসজদিসমূহরে ওয়াক্ফ সম্পদগুলো মসজদি থকেে বরে করা কারো জন্য জায়যে নয়; এমনকি সটো উপকৃত হওয়ার জন্য হলওে। তাই কোন মুসহাফ বাসায় পড়ার জন্য বরে করা জায়যে নয়। মসজদিরে জন্য ওয়াক্ফকৃত কোন বই বাসায় পড়ার জন্য বরে করা জায়যে নয়। কোন ইলক্ট্রনকি যন্ত্রপাতি কংিবা অন্য কছিু বাসায় ব্যবহাররে জন্য বরে করা জায়যে নয়। মসজদিরে জন্য খাস জনিসি মসজদি থকেে বরে করা নাজায়যে।

কছিু মানুষ মনে করে মসজদিে থাকা মুসহাফগুলো যহেতেু প্রত্যকে যে ব্যক্তি মসজদিে প্রবশে করে তাদরে জন্য সাধারণ ওয়াক্ফকৃত তাই কোন ব্যক্তি নজিরে বাসাতে নয়িে একাকী এর থকেে উপকৃত হতে পার।ে এটি ভুল ধারণা। কনেনা হতে পারে আপনি নয়িে যাবনে আর মসজদিে আগত মানুষরে সটো প্রয়োজন। সক্ষেত্রেে আপনি মানুষকে মুসহাফগুলো থকেে বঞ্চতি করলনে। এমনকি মুসহাফ যদি অনকেও হয় তদুপরি। কনেনা হতে পারে মসজদিে অনকে মানুষ আস।ে

যাই হোক প্রত্যকে যা কছিু মসজদিরে জন্য খাস সটো বশিষেভাবে নজিরে বাসায় নয়ো নাজায়যে। বরং মসজদিওে নজিরে জন্য খাসভাবে গ্রহণ করা নাজায়যে। সটো এভাবে য,ে কোন মুসহাফ নয়িে পড়া। পড়া শষেে এমন বশিষে জায়গায় মুসহাফটি রখেে দয়ো যাতে করে কারো নজরে না পড়।ে যাতে করে সইে ব্যক্তি মসজদিে এলে সইে মুসহাফ পড়তে পার।ে কারণ সাধারণ জনিসিগুলো সাধারণরে জন্য উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক।

পক্ষান্তর,ে প্রশ্নকারীর সাথী মসজদি থকেে নয়িে যে মুসহাফ তাকে দয়িছেে এ ক্ষত্রেে তার উপর আবশ্যক হলো সটেি তার সাথী যে মসজদি থকেে নয়িছেে সইে মসজদিে ফরিয়িে দয়ো।”[ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন ‘নুরুন আলাদ দারব’ (২/১৬)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।